**পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ সিংহভাগ সমাপ্ত**

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত এবং দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগের অযুহাতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্বেও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কাজ ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে শুরু হয়। এ পর্যন্ত মূল সেতুর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৮৪%। পদ্মাসেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মাণাধীন একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে লৌহজং, মুন্সিগঞ্জের সাথে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর যুক্ত হবে, ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর-পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। দুই স্তর বিশিষ্ট ষ্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাস ব্রিজটির (truss bridge) ওপরের স্তরে থাকবে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরটিতে থাকবে একটি একক রেলপথ। ৩২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৬.১৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থের এ সেতু হতে যাচ্ছে দেশের সবচে বড়ো সেতু। প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কি: মি; (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার উন্নয়নের মহাসড়কে দেশের সকল মানুষকে যুক্ত করতে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে গ্রহণ করেছে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প। ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প’ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত একটি মেগা প্রকল্প। ২০১২ সালে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে এ প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে এডিবি, জাইকাসহ উন্নয়ন সহযোগী সকল সংস্থা পদ্মাসেতু নির্মাণে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষের প্রাণের দাবি পদ্মাসেতুর নির্মাণকাজ। এই প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের নিজস্ব অর্থায়নে এ সেতু নির্মাণের কথা বললে অনেকেই সে প্রস্তাবকে তাচ্ছিল্য করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা তখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণকে অলীক কল্পনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুনচিত্রও প্রকাশ করেছিল। এতদসত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে সেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলে। কানাডার একটি আদালতে উপরিউক্ত দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি ৭৬%। এভাবে কাজ চলতে থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে সেতুটি চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।



পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ সেতু দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর একটি। পদ্মাসেতু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনগণকে সারা দেশের সাথে শুধু সংযোগ ঘটাবে না, এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনমানের উন্নতি সাধিত হবে। এ সেতুর মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে যার ফলে দেশি বিদেশি পর্যটক সংখ্যাও এ অঞ্চলে বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশে এ সেতু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে। এতদঞ্চলের ২১টি জেলাকে জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পদ্মা সেতুর মতো অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা দেশের জাতীয় উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় উন্নয়ন বলতে মূলত একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে বোঝায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ-পরিবহণ, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার উন্নতিও জাতীয় উন্নয়নের অংশ। মোটকথা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়ন। পদ্মাসেতু মূলতঃ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য নির্মিত হচ্ছে। এর ফলে স্বল্পসময় ও ব্যয়ে, সহজে এবং নিরাপদে রাজধানীসহ সারাদেশে যাতায়াত করতে পারবে এতদঞ্চলের মানুষ।

-২-

বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার -‘আমার গ্রাম আমার শহর’। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগরসুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার এ লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে, পাকা সড়কের মাধ্যমে সকল গ্রামকে জেলা-উপজেলা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে, ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা হবে, সুপেয় পানি এবং উন্নতমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। কর্মসংস্থানের জন্য জেলা-উপজেলায় কলকারখানা গড়ে তোলা হবে। ইন্টারনেট সেবা, তথ্যপ্রযুক্তি সর্বত্র পৌঁছে যাবে।

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশকে শহরায়নের ক্ষেত্রেও পদ্মা সেতু ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গ্রামে আধুনিক শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্য। গ্রাম-শহর এবং ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে, এই সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা পদ্মাসেতু চালুর মাধ্যমে অনেকাংশে সম্ভব হবে ।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মূল সেতুর পাইলিং এবং নদীশাসনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে দুইটি সার্ভিস এরিয়া, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুর দু’প্রান্তের এপ্রোচ সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৮৪%। মূল সেতুর সবকটি পাইল ড্রাইভিং - এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৪২টি পিয়ারের মধ্যে ৩৬টি পিয়ারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বাকী ৬টির কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি স্প্যান বসানো হয়েছে এবং পদ্মাসেতুর ৩,১৫০ মিটার দৃশ্যমান হয়েছে। রেলওয়ে স্ল্যাব এর জন্য মোট ২,৯৫৯টি প্রি-কাস্ট স্ল্যাব এর প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে স্ল্যাব তৈরির কাজ শেষপ্রান্তে। ৩৬১টি রেলওয়ে স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। রোডওয়ে স্ল্যাব এর জন্য মোট ২,৯১৭টি প্রি-কাস্ট রোডওয়ে ডেক স্ল্যাব এর প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে দেড় হাজারের বেশি ডেক স্ল্যাব তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকী স্ল্যাব তৈরির কাজ চলমান আছে।

রেলওয়ে ভায়াডাক্ট এর জন্য মোট ৮৪টি আই-গার্ডার এর প্রয়োজন হবে এর মধ্যে জাজিরা প্রান্তে ৪২টি আই-গার্ডার স্থাপন করা হয়েছে। মূল সেতু নির্মাণ কাজের চুক্তিমূল্য ১২,১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯,২০১.৯৩ কোটি টাকা। নদীশাসন কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৬৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪০%। মোট ১৪ কি.মি. নদীশাসন কাজের মধ্যে ৬.৬০ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। নদীশাসন কাজের চুক্তিমূল্য ৮,৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪,৩৮৮.৪৬ কোটি টাকা। সংযোগ সড়কের কাজের অগ্রগতি ১০০%। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৬%। প্রকল্পের কাজে এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বপ্নের পদ্মাসেতু জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে।

পদ্মাসেতুর মাধ্যমে বহুমুখী যোগাযোগের সুবিধা তৈরি হবে। এর ফলে সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি রেল যোগাযোগ তৈরি হবে। এই সেতু টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক গ্যাসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখবে। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-পঞ্চামাংশ বা তিন কোটির অধিক জনগোষ্ঠী সরাসরি আর্থসামাজিকভাবে উপকৃত হবে বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এ সেতু দিয়ে প্রতিদিন ২১ হাজারের অধিক যানবাহন যাতায়াতে সক্ষম হবে, আর ২০২৫ সালে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৪১ হাজারের অধিকে। দেশের ১.২ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে আঞ্চলিক জিডিপি বৃদ্ধি দাঁড়াবে ৩.৫ শতাংশে। পদ্মাসেতুর মাধ্যমে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার জনগোষ্ঠীই সুফল ভোগ করবে না বরং বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষই উপকৃত হবে। সর্বোপরি, পদ্মাসেতু চালু হওয়ার মাধ্যমে আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নে সমৃদ্ধ হবে দেশ, পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গতি হবে ত্বরান্বিত।

#

০৩.০৩.২০২০ পিআইডি ফিচার